চরমপন্থী ও নরমপন্থী নাস্তিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য:

নাস্তিক শব্দের অর্থ হল বেদ প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন হল নাস্তিক দর্শন। আবার বেদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে নাস্তিকদের দুটি প্রকারভেদ রয়েছে চরমপন্থী ও নরমপন্থী। চরমপন্থীরা ঘোরতর ভাবে বেদবিরোধী; বেদ ও উপনিষদের বাণী সকলকে কটুভাষী ও নিন্দুক কিন্তু নরমপন্থীরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার না করলেও তারা বেদকে চরমভাবে নিন্দা করেননি, চার্বাক ও বৌদ্ধদর্শন হল চরমপন্থী নাস্তিক, কেননা এই দুটি দর্শনে বেদকে নানা ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, জৈনদর্শন হল নরমপন্থী নাস্তিক — এই দর্শনে বেদ বিরোধিতা তেমন তীব্র নয়

নাস্তিক চার্বাক দর্শন নাস্তিক দর্শন হলেও অপর দুটি দর্শনের সঙ্গে চার্বাক দর্শনের পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হল চার্বাক দর্শন। এটি অধ্যাত্মবাদ বিরোধী জড়বাদী দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন বেদ বিরোধী নাস্তিক হলেও এ দুটি দর্শনে অধ্যাত্মবাদ প্রচারিত হয়েছে। উভয় দর্শনে জড় জগতে অপেক্ষা চেতন জগৎকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয় এবং মুক্তি বা নির্বাণকে উভয় দর্শনে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু চার্বাকেরা জড়বাদী, তারা দেহাতিরিক্ত আত্মা মানে না, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, পরম পুরুষার্থ মোক্ষ কোনো কিছুই স্বীকার করে না।

শুধুমাত্র আধিবিদ্যক বা নীতিবিদ্যক দিক থেকেই নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকেও চার্বাকদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, যেমন, চার্বাকদর্শনে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয়, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত অনুমানকেও ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করা হয় ও জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দকেও প্রমাণ রূপে স্বীকার করা হয়।